পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭

ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org

সার্কুলার- ৮/২০১৬ তারিখ : ২০- ০৮ -২০১৬

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংশোধিত **Statute** নিয়ে শুধু শিক্ষক নয় সামগ্রিক ভাবে শিক্ষাজগতের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনতে চাইছে বর্তমান সরকার। শিক্ষক সহ শিক্ষাঙ্গনে কর্মরত সর্বস্তরের কর্মচারীর স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কারখানা বানিয়ে বায়োমেট্রিক প্রথায় হাজিরা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। **Statute** সংশোধনের এই প্রক্রিয়ায় যাদবপুর ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বা অন্যান্য স্তরের কর্মচারীদের মতামত দেওয়ার সুযোগ ঘটেনি। যাদবপুরে সুযোগ ঘটলেও সরকার তার ইচ্ছেমত কায়দা করে বেশ কিছু শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী বিধি জুড়ে দিয়েছে। সবটাই তৈরী হচ্ছে শাসকদলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ও সরকারি নির্দেশে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার স্বাধিকার আজ বিপন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংশোধিত আইনানুসারে আমাদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না দিয়ে প্রকাশ্যে সরকারি নীতির সমালোচনা করলে শাস্তি বিধানের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে বর্তমান আচার্য তথা রাজ্যপালের ভূমিকা যত কম উল্লেখ করা যায় ততই মঙ্গল। আচার্য থেকে শিক্ষামন্ত্রী সকলেই বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আমাদের মনে হচ্ছে এসবটাই পরিকল্পিত চক্রান্ত। আমরা এধরণের শিক্ষক ও শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী ও অগণতান্ত্রিক **Statute** পুনরায় সংশোধনের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করলে সরকার এই **Statute** গুলিকে ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে আগামী পাঁচ বছরের জন্য এ্যাডহক কোর্ট/কাউন্সিল, সিনেট/সিন্ডিকেট -এর মাধ্যমে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গুলির দখলদারি সুনিশ্চিত করতে পারবে। আগামীদিনে ক্যাম্পাসগুলির মধ্যে আরো দমবন্ধ করা পরিস্থিতি তৈরী হবে। আমরা মনে করি, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গণতান্ত্রিক প্রশাসন ও ক্যাম্পাসগুলির অভ্যন্তরে নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ সুনিশ্চিত করতে অধ্যাপক সমিতির নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিগুলি, সরকারি কলেজ শিক্ষক সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় আধিকারিকদের সংগঠন ও কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চ গড়ে বৃহত্তর ও ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে দ্রুত পথে নামতে হবে। আমাদের অধিকার রক্ষার এই লড়াইকে কোনো প্ররোচনাতেই আমরা ভাগ হতে বা দুর্বল হতে দেব না।

কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা আগামী ২ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘটকে **AIFUCTO** ইতিমধ্যেই সমর্থন ও যোগদানের আবেদন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে গত ধর্মঘটের পর ৩টি কলেজে কিছু বন্ধুর বেতন কেটে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর পিছনে আছে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির অধ্যক্ষদের অতি সক্রিয়তা যার তীব্র নিন্দা করেছি আমরা। সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী ও **DPI** -র কাছ বারংবার এনিয়ে আবেদন জানিয়েও ফল হয়নি। আমরা জানি এবারের এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আক্রমণ আরো বাড়বে। তবু অধ্যাপক সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে **AIFUCTO** -র সিদ্ধান্ত মেনে ২ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘটকে সমর্থন ও এতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিজ্ঞতার নিরীখে আমরা বিশ্বাস করি, ভয় কাটিয়ে শ্রমজীবী মানুষের সর্বব্যাপক এই আন্দোলনের পাশে আমরা না দাঁড়ালে ভবিষ্যতে আমরাও রেহাই পাব না। তাই শত হুমকি ও প্ররোচনাকে উপেক্ষা করে এই সাধারণ ধর্মঘটে যোগদানের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের অনুরোধ জানাচ্ছি। এটা কোন জোর খাটানোর বিষয় নয়। সমিতি মনে করে বেতন কাটার হুমকি যত বেশি উচ্চারিত হবে, সার্বিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ততই শক্তিশালী হবে। আমরা জানি এমনিতেই বর্তমান সরকারের আমলে আমাদের প্রাপ্য বেতনের কিছু অংশ এখনও বকেয়া পড়ে আছে। বারংবার বলেও কোন সুরাহা হয়নি।

AIFUCTO - র ডাকে সাড়া দিয়ে গত ৫ আগষ্ট সংসদ অভিযান কর্মসূচিতে যেভাবে আপনারা সাড়া দিয়েছেন তার জন্য আপনাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। পে - রিভিউ কমিটির সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকর করা, **API** প্রথা বাতিল করা সহ দশ দফা দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে।

ইতিমধ্যে **M.Phil/Ph.D** -র ইনক্রিমেন্ট প্রদান সংক্রান্ত মামলার রায় আমাদের আইনজীবী মারফৎ আমরা বিকাশভবন ও নবান্ন (অর্থ দপ্তর) - এ জমা দিয়েছি। আমাদের দাবি, আবেদনকারী ১৩১ জন বন্ধু সহ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত সকল সহকর্মীর জন্য এই মর্মে সরকারি আদেশনামা অতি দ্রুত প্রকাশ করা হোক।

আমরাই সমিতির পক্ষ থেকে ১০% **Interim Relief** প্রদানের দাবি নিয়ে সর্বপ্রথম **DPI** -র কাছে ডেপুটেশন দিই। পরে অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিবকে আমরা চিঠি দিয়ে আবেদন জানাই। শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা আমাদেরই কিছু বন্ধু হঠাৎ গুজব রটিয়ে দেন যে এই সুবিধা কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেওয়ার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা জানতাম সমিতির আন্দোলনকে দুর্বল করবার জন্য এই মিথ্যাচার সংগঠিত আকারে করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এই সুবিধা দেওয়া হলেও কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকরা আজও বঞ্চনার শিকার। এর সঙ্গে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বকেয়া বেতন এখনো না পাওয়ার বিষয়টিও যুক্ত করতে হবে। আমরা জানি ধারাবাহিক আন্দোলন ছাড়া বর্তমান সরকারের কাছে থেকে এই দাবি আদায় করা সম্ভব নয়। প্রয়োজনে এই দুটি ইস্যু নিয়েও আমাদের পুনরায় আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।

এবার কর্মসমিতির নির্বাচন নির্ধারিত সূচির আগেই শেষ হয়েছে। মোট ২৪ জন বন্ধু মনোনয়ন পত্র জমা দেন। যেহেতু সমিতির **Rules and Regulations** অনুযায়ী ২৪ জন সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হবেন বলা আছে, তাই জমা পড়া মনোনয়ন পত্র সমসংখ্যক হওয়ায় **Election Board** ১৮/৮/২০১৬ তারিখে আহুত সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৪ জন সদস্যকেই 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত' বলে ঘোষণা করা হয়। এই বিষয়ে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া হয়। কর্মসমিতির পক্ষ থেকে আগামী দু'বছরের জন্য নির্বাচিত ২৪ জন সদস্যকে অগ্রিম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। নির্বাচিত সদস্যদের নাম স্বতন্ত্র ভাবে সমিতির ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

আংশিক সময়ের শিক্ষক ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের একটি সমস্যা আমাদের নজরে এসেছে। বেতন ও **Work Load** বাড়ার সরকারি আদেশনামা প্রকাশের পর কিছু কলেজে এঁদের ক্লাশ গড়ে ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি বাড়িয়ে দিয়ে ৪ থেকে ৫দিন আসতে বাধ্য করা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে এঁদের ক্লাশ বাড়িয়ে অতিথি অধ্যাপকদের নিয়োগ বাতিল করা হচ্ছে। অধ্যাপক সমিতি মনে করে এই বর্ধিত **Work Load** এর মধ্যে এই শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় গার্ড দেওয়া বা খাতা দেখার যে কাজ দায়িত্ব নিয়ে করেন তাকেও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। জোর করে তিনদিনের জায়গায় আরো এক বা দুদিন অতিরিক্ত আসার যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা মানবিক দৃষ্টিতে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে মীমাংসা হওয়া দরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, কর্মসমিতির নির্বাচন প্রক্রিয়ার একেবারে শেষ পর্যায়ে সমিতির কিছু সদস্য বন্ধু মনোনয়ন পত্র তোলার পরেও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এইসব বন্ধুদের এহেন সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকা ও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বারংবার অনুরোধ জানানো হয়। শিক্ষকদের পেশাগত অমীমাংসিত দাবিগুলি নিয়ে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক প্রশাসন সহ শিক্ষার স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে সমিতি নিয়মিত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আগামীদিনে এই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করবার পূর্বশর্তই হল সমিতির আরো প্রসারিত ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ। কর্মসমিতি এই বন্ধুদের অতীতের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা স্মরণে রেখে আবারও 'কর্মসমিতিতে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত' পুনর্বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। আমরা চাই যৌথ নেতৃত্বে সমিতির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সর্বপক্ষের সমগুরুত্ব দিয়ে অংশগ্রহণই পারে এই কাজ বাস্তবায়িত করতে। অধ্যাপক সমিতির ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক।

শ্রুতিনাথ প্রহরাজ
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল নং ৯৪৩৩৮২০৬১০